# জাতীয় এসএমই
# নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২

SME FOUNDATION

এসএমই ফাউন্ডেশন

# জাতীয় এসএমই
# নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২

SME FOUNDATION

এসএমই ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা : **এস. এম. শাহীন আনোয়ার**
উপ-মহাব্যবস্থাপক
নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, এসএমই ফাউন্ডেশন

সম্পাদনা সহযোগী : **ফারজানা খান**
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, এসএমই ফাউন্ডেশন

**এস, এম, নূরুল আলম**
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
এসএমই ফাউন্ডেশন

**মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান**
প্রোগ্রাম অফিসার
নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, এসএমই ফাউন্ডেশন

**মোসা: নাজমা খাতুন**
প্রোগ্রাম অফিসার
নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, এসএমই ফাউন্ডেশন

প্রকাশনায় : ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন)

ডিজাইন : মোঃ মনজুরুল হক
অসীম কুমার হালদার

প্রকাশকাল : ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

# সূচি


**বাণী**

| | |
|---|---|
| মহামান্য রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ | ০৪ |
| মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ০৫ |
| মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ০৬ |
| মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ০৭ |
| মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার | ০৮ |
| সম্মানীত প্রেসিডেন্ট, দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি | ০৯ |
| সম্মানীত প্রেসিডেন্ট, মোট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা | ১০ |
| সম্মানীত সভাপতি, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি | ১১ |
| আহ্বায়ক, জুরি বোর্ড, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২ | ১২ |
| ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), এসএমই ফাউন্ডেশন | ১৩ |

| | |
|---|---|
| **সম্পাদকের টেবিল থেকে** | ১৪ |
| **জুরি পরিচিতি** | ১৫ |
| **জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার: কিছু কথা** | ১৬ |
| **সরেজমিন তথ্য যাচাই টিম** | ১৮ |
| **ব্যবস্থাপনা কমিটি** | ১৯ |
| **ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন): পটভূমি** | ২০ |

**বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা**

| | |
|---|---|
| বর্ষসেরা মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা: নিলুফা ইয়াসমীন | ২২ |
| বর্ষসেরা ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা: দেলুয়ারা বেগম | ২৪ |
| বর্ষসেরা মাঝারি নারী উদ্যোক্তা: গুলসানা আলী | ২৬ |

| | |
|---|---|
| **আজীবন সম্মাননা: বিবি রাসেল** | ২৮ |
| **জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন যারা (২০০৮ ও ২০১০)** | ৩০ |

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি

**রাষ্ট্রপতি**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

২২শে মাঘ ১৪১৯
৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০১৩

# বাণী

এসএমই ফাউন্ডেশন তৃতীয়বারের মতো 'জাতীয় এস এম ই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২' প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

আমি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৃহৎ, ক্ষুদ্র ও মাঝারি আকারের শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এ ধরণের অনুষ্ঠানের আয়োজন অর্থবহ বলে মনে করি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বর্তমানে বিশ্বব্যাপী অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসাবে অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশেও ইতোমধ্যে এস এম ই খাত জাতীয় অর্থনীতিকে গতিশীল ও শক্তিশালীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

আমি 'জাতীয় এস এম ই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২' অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জিল্লুর রহমান

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**প্রধানমন্ত্রী**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ মাঘ ১৪১৯
০৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

# বাণী

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ প্রতিটি খাতে বছরের সেরা নারী উদ্যোক্তাগণকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ এবং উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এসএমই খাত শ্রমঘন শিল্পখাত। স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগ করে এখাতে বিপুল পরিমান কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যা সুষম সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে।

দেশে এসএমই খাতে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি প্রদানের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা, আয় বৈষম্য দূর করা, ঘরে ঘরে উপার্জনক্ষম জনগোষ্ঠী তৈরি করা এবং নারীকে উন্নয়নের মূলস্রোতধারায় অন্তর্ভুক্ত করার ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের এ উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর সকল বিজয়ী উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন এবং অংশগ্রহণকারী সকল উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আমি এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

**শেখ হাসিনা**

# বাণী

সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে 'জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২' এর আয়োজন করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সৃষ্টিশীল উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইল।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও আমদানিবিকল্প শিল্পপণ্য উৎপাদনে এসএমইখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বিশেষ করে, গ্রামাঞ্চলে দক্ষ নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নে এসএমইখাতের অবদান অনস্বীকার্য। এসএমই ফাউন্ডেশনসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নানামুখী উদ্যোগের ফলে ইতোমধ্যে দেশের তৃণমূল পর্যায়ে অনেক আলোকিত নারী শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে তাঁরা দেশের গন্ডি পেরিয়ে বিদেশেও নিজেদের কাজের স্বীকৃতি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মহিলা উদ্যোক্তা আমিনা বেগম ২০১১ সালে যুক্তরাজ্যভিত্তিক সংস্থা ইয়ুথ বিজনেস ইন্টারন্যাশনাল এর এন্টারপ্রেনিউর অব দ্যা ইয়ার পুরস্কারে (YBI Entrepreneur of the Year Awards) ভূষিত হয়েছেন। এটি বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল সম্মানের বিষয়। এর ধারাবাহিকতায় আরো অনেক নারী উদ্যোক্তা আগামী দিনে দেশে-বিদেশে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমি আশা করি, এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার দেশের নারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ যোগাবে। এ পুরস্কার বিজয়ী আলোকিত উদ্যোক্তাদের পদাংক অনুসরণ করে সারা দেশে অনেক সফল ও সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে। এর মাধ্যমে আমরা কাঙ্খিত নারীর ক্ষমতায়ন ও শিল্পসমৃদ্ধ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের অভিযাত্রাকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে সক্ষম হবো।

আমি 'জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২' প্রদান উপলক্ষে এসএমই ফাউন্ডেশন আয়োজিত অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

**দিলীপ বড়ুয়া**
মন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

এসএমই ফাউন্ডেশন তৃতীয় বারের মতো নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" প্রদানের আয়োজন করছে জেনে আমি আনন্দিত হয়েছি। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত নারী উদ্যোক্তাদের স্বীকৃতি প্রদানের এই প্রয়াসকে আমি স্বাগত জানাই।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়ণ নিশ্চিতকরণ ও নারীকে উন্নয়নের মূল ধারায় সম্পৃক্তকরণের পূর্বশর্ত। বর্তমানে ছোট ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগে নারীরা অধিক মাত্রায় অংশগ্রহণ করছে যা নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে ত্বরান্বিত করছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর শিল্প উদ্যোগ পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হলে জাতীয় অর্থনীতিতে যুক্ত হবে নতুন মাইলফলক।

নারী উদ্যোক্তাদের সহযোগিতায় সরকার বিভিন্ন ব্যাংক ও প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কীমের অধীনে প্রদত্ত জামানত বিহীন ঋণ সুবিধা এ ক্ষেত্র প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের নানামুখী উদ্যোগেরই অংশ। উদ্যোক্তা নারীদের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এসএমই ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে বেশ কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করেছে বলে জেনেছি। "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর আয়োজন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা কিনা নারী উদ্যোক্তাদের অগ্রযাত্রায় বিশেষভাবে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

এ অনুষ্ঠান আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য সফল হোক। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে নারী উদ্যোগ বিকশিত হোক এ কামনা করছি।

শিরীন শারমিন চৌধুরী

**ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি**
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে তৃতীয়বারের মত "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার" আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই প্রসংশনীয় উদ্যোগের সাথে জড়িত সকলের জন্য রইল আমার আন্তরিক সাধুবাদ।

দেশের দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাস এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের কোন বিকল্প নেই। ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নদ্রষ্টা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকারের গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে দেশের এসএমই শিল্পখাত ও এখাতের উদ্যোক্তাগণ বিশেষ করে নারী উদ্যোক্তাগণ আজ একটি শক্ত কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত। এখাতের নারী উদ্যোক্তাদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের এই উদ্যোগ আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির পথ খুঁজতে নারী সমাজকে ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ করবে।

আমি "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর সাফল্য কামনা করছি।

**ওমর ফারুক চৌধুরী,** এম.পি.
প্রতিমন্ত্রী
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

# বাণী

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নারী উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন তৃতীয় বারের মত "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" আয়োজনের জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার এক অপার সম্ভাবনাময় দেশ। দেশের সুষম আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কৃষির পাশাপাশি শিল্পায়নের বিকল্প নেই। বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের মাধ্যমে অনেক অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিত নারী ও পুরুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছেন। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সকল ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমান অংশগ্রহণ জরুরী। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে নারী উদ্যোক্তাদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনের এই ধরনের উদ্যোগ ব্যবসাক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তাদের পদচারণাকে আরও উৎসাহিত ও সমৃদ্ধ করবে।

দি ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার্স অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই) -এর পক্ষ থেকে এই মহতী ও প্রেরণামূলক উদ্যোগের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

**কাজী আকরাম উদ্দিন আহ্‌মদ**
সভাপতি
দি ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই)

# বাণী

এসএমই ফাউন্ডেশন "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার- ২০১২" আয়োজনের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ের নারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদানের উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই।

শুরুতে এদেশের নারী উদ্যোক্তাদের এগিয়ে চলার পথ মোটেও মসৃণ ছিল না। সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ের অনেক প্রচেষ্টা, নারী উদ্যোক্তাদের সংঘবদ্ধ করে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ, সর্বোপরি নারী উদ্যোক্তাদের মেধা, শ্রম ও ত্যাগের বিনিময়ে আজ তারা একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাড়াতে সক্ষম হয়েছে। "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার" আয়োজনের মাধ্যমে স্বীকৃতি প্রদানের ফলে এসকল সংগ্রামী নারী উদ্যোক্তাগণ বীরদর্পে এগিয়ে চলার পথে আরও বেশী অনুপ্রাণিত হবেন বলে আমার বিশ্বাস।

আমি "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার- ২০১২" এর সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

**রোকেয়া আফজাল রহমান**
প্রেসিডেন্ট
মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, ঢাকা

DCCI
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি

# বাণী

এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারী উদ্যোক্তাদের অবদানকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" আয়োজন করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প মূল্য সংযোজন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরীর ক্ষেত্রে ব্যাপক সম্ভাবনাময় একটি খাত। এ খাতের বিকাশ ও সম্প্রসারণের জন্য এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত নানামুখী কর্মকাণ্ড এবং সহযোগিতার ফলে দেশে বর্তমানে পুরুষের পাশাপাশি নারী উদ্যোক্তা সামনের দিকে এগিয়ে আসছে যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য একটি ভাল লক্ষণ।

আমি মনে করি "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" প্রদানের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের যে স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে তা আগামীতে এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে অনুপ্রাণিত করবে। মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদেরকে অর্থনীতির মূলধারায় আরও বেশী সম্পৃক্ত করতে এসএমই ফাউন্ডেশন অধিক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

মোঃ সবুর খান
সভাপতি
ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।

# বাণী

এসএমই ফাউন্ডেশন "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" আয়োজনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের মেধা, কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্যোগের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য যে প্লাটফর্ম তৈরী করেছে তাকে আমি আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর বিজয়ী নির্বাচনের লক্ষ্যে গঠিত জুরি বোর্ডের আহ্বায়ক মনোনীত করে আমাকে এই মহতি কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মানীত চেয়ারপার্সন ও পরিচালক পর্ষদের সকল সদস্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিল্পায়নে নিয়োজিত নারী উদ্যোক্তাদের নিকট থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা এবং সেসব যাচাই বাছাই করে সেরা উদ্যোক্তা নির্বাচন করা একটি দূরহ কার্যক্রম। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এসএমই ফাউন্ডেশনের কার্যকর পদক্ষেপ বিজয়ী নির্বাচনে জুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ভুমিকা পালন করেছে। জুরি বোর্ড একটি স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর বিজয়ী নির্বাচনে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তা সবার নিকট গ্রহণযোগ্য হবে বলে আমার বিশ্বাস।

"জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম ও মূল্যবান অবদানের জন্য আমি জুরি বোর্ডের সকল সদস্য ও এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

"জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার- ২০১২" সফল হোক।

**অধ্যাপক ড. আহম্মদ ইসমাইল মোস্তফা**
আহ্বায়ক
জুরি বোর্ড, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার- ২০১২
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর)

# বাণী

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী। এই বিশাল জনগোষ্ঠিকে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বাইরে রেখে এদেশের উন্নয়ন বেগবান করা প্রায় অসম্ভব। এই বাস্তবতা উপলব্ধি করে সরকারী-বেসরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলশ্রুতিতে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে নারীর অংশগ্রহণ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করে নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করছে। এর মধ্যে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান, এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী সহায়তা প্রদান, নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান, সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তথ্য সহায়তা প্রদান, ব্যবসা ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা প্রদান, এবং মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান উল্লেখযোগ্য।

"জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার- ২০১২" এর বিজয়ী হিসেবে যারা পুরস্কার পাচ্ছেন তাঁদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের আলোকিত নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আগামীতেও আপনারা ভূমিকা পালন করবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

নারী উদ্যোক্তাসহ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের সার্বিক উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমে আপনারা পাশে থাকবেন এই প্রত্যাশা করছি।

"জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার- ২০১২" এর আয়োজন সফল হোক।

**মো: মুজিবুর রহমান**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
এসএমই ফাউন্ডেশন

# সম্পাদকের টেবিল থেকে

"জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার" প্রদান অনুষ্ঠান একটি দ্বি-বার্ষিক আয়োজন। ২০০৮ এবং ২০১০ সালের পর এবারের এ উদ্যোগটি হলো তৃতীয়-- "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২"

এবারের এই আয়োজনের উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো "জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০" এর সংজ্ঞা অনুসারে মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এই তিনটি ক্যাটাগরীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অর্জনকারী নারীদের পুরস্কৃত করা এবং নারী উদ্যোক্তা হিসাবে নিজের প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার পাশাপাশি নতুন নারী উদ্যোক্তা তৈরীসহ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা প্রদানের মত বিষয়সমূহ বিবেচনা করে 'আজীবন সম্মাননা' ক্যাটাগরীতে পুরস্কার প্রদান। তৃতীয় এ আয়োজনের আবেদনপত্রসমূহ বিগত বছরগুলোর সাথে তুলনামূলক যাচাই করলে একটি বিষয় অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে লক্ষ্য করা যায় যে, এদেশের নারী উদ্যোক্তাগণ ক্রমেই প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম এবং ব্যবসায়িক বিধিমালা মেনে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বৈচিত্রময় ব্যবসায় পরিচালনা করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য এবার বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন ট্রেডবডি, নারী কেন্দ্রিক এসোসিয়েশনের পাশাপাশি নাসিব, বিসিক ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর সকল জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে যোগাযোগ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ এক বিশাল কর্মযজ্ঞ চালিয়েছে। এছাড়া প্রাথমিক বাছাই ও মাঠপরিদর্শনের মত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তার প্রত্যক্ষ অবদানে এ বিশাল কাজকে চূড়ান্ত সাফল্যের দারপ্রান্তে নিয়ে এসেছে। ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন, বোর্ড সদস্যবৃন্দ এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ কর্মকান্ড আয়োজনের শুরু থেকেই তাঁদের মূল্যবান দিকনির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এ লক্ষ্যে গঠিত বিজ্ঞ জুরি বোর্ড তাঁদের মেধা এবং মূল্যবান সময় ব্যয় করে চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারণ করেছেন। 'আজীবন সম্মাননা' ক্যাটাগরীতে চুড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচনে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্যগণ যথাযথ বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। আমি সকলের অবদান কৃতজ্ঞতার সাথে স্বরণ করছি।

"জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাণী প্রদান করেছেন। তাঁদের বাণীসমূহ আমাদের এই প্রকাশনাটিকে সম্পূর্ণ করেছে। মাননীয় শিল্পমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, মাননীয় শিল্প প্রতিমন্ত্রী, এফবিসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট, ঢাকা চেম্বারের প্রেসিডেন্ট, এমসিসিআই এর প্রেসিডেন্ট এবং জুরি বোর্ডের আহ্বায়কের বাণী এ প্রকাশনাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁদের সবার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা।

এ প্রকাশনাটিতে জুরি বোর্ডের সকল সদস্যদের পরিচিতিসহ চূড়ান্ত বিজয়ী নির্বাচনে ফাউন্ডেশনের সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের পরিচিতিও তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া বিজয়ের চূড়ান্ত শিখরে আরোহিত বিজয়ী নারীদের সাফল্যগাঁথাও এ প্রকাশনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের নারীদের অনুপ্রেরনা যোগবে বলে আমি মনে করি। আজীবন সম্মাননা পুরস্কার প্রাপ্ত নারী উদ্যোক্তার জীবন তথ্য এদেশের নারীদের নেতৃত্ব বিকাশে প্রনোদনা যোগাবে বলেও আমার বিশ্বাস। আমি সবার অবদান শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করছি।

এ প্রকাশনাটি করতে গিয়ে বিভিন্নজনের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা পেয়েছি। অনুষ্ঠানের প্রধান স্পন্সর ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড এবং ব্রোঞ্জ স্পন্সর ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড ও এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড আমাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমাদেরকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁদের সহযোগিতা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে সহজ করে তুলেছে। আমি সকলের অবদানকে বিনম্রচিত্তে স্বরণ করছি।

"জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" সফল ও সার্থক হোক -এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

**এস. এম. শাহীন আনোয়ার**
উপ-মহাব্যবস্থাপক ও প্রধান
নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, এসএমই ফাউন্ডেশন

# জুরি পরিচিতি*

**অধ্যাপক ড. আহম্মদ ইসমাইল মোস্তফা**
আহ্বায়ক, জুরি বোর্ড
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ

**অধ্যাপক ড. রাজিয়া বেগম**
সদস্য, জুরি বোর্ড
মার্কেটিং বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব
বিজনেস স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

**ড. নমিতা হালদার**
সদস্য, জুরি বোর্ড
যুগ্ম সচিব
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

**অধ্যাপক মুনীর খসরু**
সদস্য, জুরি বোর্ড
আইবিএ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যারয়

**এ.এইচ.এম. মোয়াজ্জেম হোসেন**
সদস্য, জুরি বোর্ড
সম্পাদক
দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস

**পারভীন মাহমুদ**
সদস্য, জুরি বোর্ড
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্ট

**অধ্যাপক এম. মামুন উর রশিদ**
সদস্য, জুরি বোর্ড
পরিচালক, ব্র্যাক বিজনেস স্কুল
ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়

** জুরি সদস্যদের তালিকা জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়।*

## জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার

# কিছু কথা

**ফারজানা খান**
সহকারী মহাব্যবস্থাপক, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন বিভাগ, এসএমই ফাউন্ডেশন

অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী পুরুষ উভয়ের সম্পৃক্ততা ছাড়া একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে অর্ধেকের বেশী নারী হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির মূল স্রোতধারায় নারীর সম্পৃক্ততা দূরূহ ব্যাপার। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে (এসএমই-তে) নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মত দূরূহ কাজটি কিছুটা হলেও সম্ভব হবে। এসএমই ফাউন্ডেশন নারী উদ্যোক্তাদের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে তাদের ক্ষমতায়নের দূরূহ পথটি সহজ করার প্রয়াস হিসেবে জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে বিগত ২০০৮ এবং ২০১০ সালে পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠান সম্পদন করা হয় এবং তৃতীয় বারের মত জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২ আয়োজন করছে।

বিগত ২০০৮ ও ২০১০ সালের মত এবারও বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে যে সকল সফল নারী উদ্যোক্তা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে তাদের সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এবং তিনটি ক্যাটাগরী থেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী নির্বাচনের লক্ষ্যে বহুল প্রচলিত একাধিক জাতীয় পত্রিকায় একাধিকবার বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন নিবন্ধিত ট্রেডবডি, ট্রেড এসোসিয়েশন, জেলা পর্যায়ের চেম্বার, ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিসিক, নাসিব ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরে যোগ্য নারী উদ্যোক্তা মনোনয়নের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এসএমই ফাউন্ডেশনের ওয়েব পোর্টালেও আবেদন পত্র আহ্বান করা হয়েছে।

**ফিরে দেখা- প্রথম জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০০৮ সালঃ** পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে ২০০৮ সালে যে সকল ক্যাটাগরী বিবেচনা করা হয় সেগুলি হলো: বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা, বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠান, বর্ষসেরা সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তা ও আজীবন সম্মাননা পুরস্কার। এ ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের মধ্যে বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ৫৭ জন। বর্ষসেবা নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত প্রতিষ্ঠানে আবেদনকারীর সংখ্যা ১৩ জন। বর্ষসেরা সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে আবেদনকারীর সংখ্যা ছিল ২২ জন এবং আজীবন সম্মাননা পুরস্কার হিসেবে মনোনয়ন প্রদানের সংখ্যা ছিল ৬ জন। আজীবন সম্মাননা পুরস্কারের জন্য যথাযথ আবেদন না পাওয়ায় জুরিবোর্ড কর্তৃক এ বিষয়ে ঐ বছরে পুরস্কার প্রদান না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

বিজয়ী নির্বাচনের ক্ষেত্রে যে ধাপগুলো অনুসরণ করা হয় সেগুলো হলো প্রথমত আবেদনপত্রগুলি প্রাথমিকভাবে যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের বিজনেস প্রোফাইল তৈরী, দ্বিতীয়ত: প্রস্তুতকৃত প্রোফাইলগুলো মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে রিপোর্ট তৈরী, জুরি বোর্ড কর্তৃক বাছাইকৃত বিজয়ীদের সাফল্যগাথার ভিডিও ডকুমেন্টারী তৈরী।

পুরস্কার হিসেবে প্রতিক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রত্যেক বিজয়ীকে ২৫ হাজার টাকার চেক এবং ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ৩টি ক্যাটাগরীতে মোট বিজয়ীর সংখ্যা ছিল ৮ জন নারী উদ্যোক্তা।

জুরী বোর্ডের সদস্যরা ছিলেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মিসেস রোকেয়া সুলতানা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মিসেস রোকেয়া আফজাল রহমান, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা মিসেস গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরী, বিসিক এর পরিচালক জনাব নারায়ন চন্দ্র দে, বিসিএসআইআর এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. চৌধুরী মাহমুদ হাসান, পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিসেস পারভীন মাহমুদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইবিএ -এর অধ্যাপক মুনির খসরু এবং এসএমই ফাউন্ডেমনের উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. ইয়ামীন আকবরী।

**ফিরে দেখা- দ্বিতীয় জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১০ সালঃ** ২০১০ সালে জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান ৪টি ক্যাটাগরীতে প্রদানের সিদ্ধান্ত

হয়। তবে সে ক্ষেত্রে প্রতি ক্যাটাগরীতে ১টি করে পুরস্কার দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আজীবন সম্মাননা প্রদানের ক্ষেত্রে কোন আবেদন বিবেচনা করা সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তীতে এ ক্যাটাগরীতে আবেদন আহ্বান না করে দেশের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে এরূপ কোন নারীকে পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক মনোনিত করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

২০১০ সালের প্রতিযোগিতায় মোট ১২৭টি আবেদন পত্র পাওয়া যায়। প্রাপ্ত আবেদনপত্রের মধ্যে বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা ক্যাটাগরীতে ৬৫ জন, নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত বর্ষসেরা প্রতিষ্ঠানে ২৩ জন এবং বর্ষসেরা সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তা ক্যাটাগরীতে ৩০ জন অন্তর্ভূক্ত ছিল। ২০১০ সালের পুরস্কারের জন্য আবেদন পত্রটি বেশ কিছু পরিবর্তন করা হয়, এর মধ্যে আবেদনকারী ট্যাক্স রিটার্ন দাখিল করে কিনা তা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আবেদনকারী প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকলে তা নিয়মিত পরিশোধ করছে কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো থেকে সিআইবি রিপোর্ট সংগ্রহ করা হয়। যা কিনা ঋণ খেলাপীকে পুরস্কার দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

২০১০ সালের অনুষ্ঠানটি এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেক বড় পরিসরে আয়োজন করা হয়, যা ব্যপকভাবে প্রশংসিত হয় এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া কর্তৃক ব্যপক প্রচারিত হয়।

২০১০ সালের জুরি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যরা ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব আফতাব উল ইসলাম, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, ব্র্যাক ব্যাংকের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ আ. (রুমী) আলী, দি ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস এর সম্পাদক জনাব এ.এইচ.এম. মোয়াজ্জেম হোসেন, বিবি প্রোডাকশনস্ এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বিবি রাসেল, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ এর গবেষণা পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের উপ-মহাব্যবস্থাপক ড. নূরুল কাদির।

**তৃতীয় "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২":** "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" প্রদানের ক্ষেত্রে ক্যাটাগরীর দিকটিকে কিছু ভিন্নতা আনা হয়। পুরস্কার প্রদানের ক্ষেত্রে জাতীয় শিল্পনীতি-২০১০ এর সংঙ্গা মোতাবেক মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তা এছাড়াও আজীবন সম্মাননা এই চারটি ক্যাটাগরীকে বিবেচনা করা হয়।

আজীন সম্মাননা প্রদানের ক্ষেত্রে ২০১০ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক আজীবন সম্মাননার জন্য বিজয়ী নির্বাচন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে এবারই প্রথম এসএমই ফাউন্ডেশন থেকে আজীবন সম্মাননা পদক দেওয়া হলো।

২০১২ সালে এসএমই'র সংঙ্গা অনুযায়ী ৩টি ক্যাটাগরীতে প্রতিযোগীদের ব্যবসায় বিনিয়োগের পরিমান সর্বনিম্ন ৫ লক্ষ টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩০ কোটি টাকা যা কিনা ২০১০ সালের প্রতিযোগীতার জন্য ছিল সর্বনিম্ন ৫০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ১.৫ কোটি টাকা। এ বছরে প্রতিযোগিদের ক্ষেত্রে ব্যবসায় বিনিয়োগের সর্বোনিম্ন স্ল্যাবে টাকার পরিমান যথেষ্ট পরিমানে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পর্যাপ্ত আবেদনপত্র পাওয়া যায়। এ থেকে ক্রমান্বয়ে নারী উদ্যোক্তাদের ব্যবসায়ে সম্পৃক্ততার বৃদ্ধির বিষয়টি যথার্থই প্রতিয়মান হয়।

আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই এবং পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত তালিকা অনুযায়ী প্রত্যেক আবেদনকারীর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনসহ আবেদনপত্রে প্রেরিত তথ্যের সত্যতা যাচাইয়ের কাজটি ছিল যথেষ্ট শ্রমসাধ্য।

এবারের প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত আবেদনপত্র ছিল ১৩১টি। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র, অসংগতিপূর্ণ আবেদনপত্র অথবা সংজ্ঞানুযায়ী এসএমই'র অন্তর্ভূক্ত নয় এরূপ আবেদনপত্র প্রথম অবস্থায় বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে বাতিলকৃত আবেদপত্রের সংখ্যা ৪১টি। অবশিষ্ট ৯০টি আবেদনপত্রের মধ্যে বর্ষসেরা মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা শ্রেণীতে প্রাপ্ত আবেদন ৬১টি, বর্ষসেরা ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা শ্রেণীতে ২৫টি ও বর্ষসেরা মাঝারি নারী উদ্যোক্তা শ্রেণীতে আবেদনপত্রের সংখ্যা ছিল ৪টি। আবেদনপত্রগুলো জুরি বোর্ড চুলচেড়া বিশ্লেষণ করে একাধিক সভার মাধ্যমে বিজয়ী নির্বাচন করেন।

জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২ এর পথপরিক্রমায় এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের দিকনির্দেশনা, ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের উদ্যোগ, এসএমই ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর একনিষ্ঠ শ্রম ও দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বমহিমায় উজ্জ্বল বিশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ডের নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে আবেদনপত্রসমূহ যাচাই-বাছাই এর কাজটি সম্পন্ন হয়েছে। আর এভাবেই শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী নির্বাচনের কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছে।

জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার সংশ্লিষ্ট সকল মহলের সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরো সমৃদ্ধ হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।

# সরেজমিন তথ্য যাচাই টিম

## পরিদর্শক টিম

### টিম.১

শাহবিনা নাহিদ লাবিব
প্রোগ্রাম ম্যানেজার

সৈয়দা সুলতানা ইয়াছমিন
প্রোগ্রাম অফিসার

মোসাঃ নাজমা খাতুন
প্রোগ্রাম অফিসার

### টিম.২

মোঃ আব্দুস সালাম সরদার
প্রোগ্রাম ম্যানেজার

মোঃ আব্বাস আলী
প্রোগ্রাম অফিসার

### টিম.৩

ফাহিম-বিন-আসমত
প্রোগ্রাম অফিসার

মোঃ জয়নাল আবদিন
প্রোগ্রাম অফিসার

### টিম.৪

মোঃ খালেদুজ্জামান তালুকদার
প্রোগ্রাম অফিসার

মোঃ রাকিব উদ্দিন খান
প্রোগ্রাম অফিসার

### টিম.৫

মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
প্রোগ্রাম অফিসার

### টিম.৬

সুমন চন্দ্র সাহা
প্রোগ্রাম ম্যানেজার

আবু নাসির খান
প্রোগ্রাম অফিসার

রাহুল বড়ুয়া
প্রোগ্রাম অফিসার

### টিম.৭

এস.এম. নূরুল আলম
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মোঃ মাসুম বিল্লাহ
প্রোগ্রাম অফিসার

## টিম সমন্বয়ক

ফারজানা খান
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান
প্রোগ্রাম অফিসার

# ব্যবস্থাপনা কমিটি

**মোঃ মুজিবুর রহমান**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)

**এস এম শাহীন আনোয়ার**
উপ-মহাব্যবস্থাপক

**ফারজানা খান**
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

**মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান**
প্রোগ্রাম অফিসার

**মোসাঃ নাজমা খাতুন**
প্রোগ্রাম অফিসার

# ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন): পটভূমি

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে স্বল্প পুঁজিনির্ভর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সুষ্ঠু শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়টিকে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমই ফাউন্ডেশন) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিল্পায়নে এসএমই উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত, উদ্বুদ্ধ এবং জাতীয় পর্যায়ে সুসংগঠিতকরণসহ এসএমই উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন কাজ করে যাচ্ছে। তৃণমূল,স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে দেশের সাধারণ জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য।

**ভিশন** (Vision)**ঃ** ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সর্বোপরি দারিদ্র বিমোচন।

**মিশন** (Mission)**ঃ** মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের বর্তমান চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনীতিতে বিরাজমান ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও বিকাশে বহুমুখী কর্মসূচী পরিচালনার মাধ্যমে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান।

**ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমঃ**

**পলিসি এডভোকেসী ও গবেষণা**

দেশে টেকসই এসএমই উন্নয়নের লক্ষ্যে এসএমই খাতে বিরাজমান সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের জন্য সরকারকে সুনির্দিষ্ট গবেষণালব্ধ প্রস্তাবনা পেশ করার মাধ্যমে এসএমই ফাউন্ডেশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। পলিসি এডভোকেসী এবং গবেষণা কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সুষ্ঠুভাবে ব্যবসা পরিচালনার ক্ষেত্রে এসএমইবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়তা করা। বর্তমানে দেশে বিদ্যমান রেগুলেটরী প্রতিবন্ধকতাসমূহ এসএমই সেক্টরের উন্নয়নের পথে অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। এ সকল প্রতিবন্ধকতাসমূহ দুর করার লক্ষ্যে এসএমই সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রণয়নে ফাউন্ডেশন হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্তসহ সুনির্দিষ্ট দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করে থাকে। এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই উন্নয়নে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদানের জন্য গবেষণা এবং কেইস ষ্টাডি পরিচালনা করে থাকে।

**নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন**

উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নারী উদ্যোক্তাদের নিয়ে আসা এবং তাদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। এ সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো নারী সংগঠন/চেম্বার/ট্রেডবডিসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, নারী উদ্যোক্তাদের অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যাংকার উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী, নারী উদ্যোক্তা বিষয়ক ষ্টাডি পরিচালনা, নারী উদ্যোক্তা সম্মেলন আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা বিজনেস ম্যাচমেকিং আয়োজন, নারী উদ্যোক্তা ডিরেক্টরী প্রকাশ, জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার প্রদান, নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি।

**ক্রেডিট হোলসেলিং কার্যক্রম**

এসএমই খাতে সহজ শর্তে ঋণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশন ক্রেডিট হোলসেলিং প্রোগ্রাম চালু করেছে। প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাইরে উৎপাদনশীল, প্রযুক্তিনির্ভর ও কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এর সাথে জড়িত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে সর্বোচ্চ ৯% সুদে ব্যাংক ও নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের সহায়তা করে থাকে।

**মানবসম্পদ উন্নয়ন**

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী পরিচালনা ফাউন্ডেশনের একটি অন্যতম কার্যক্রম। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট অথবা এসএমই সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী আয়োজন করে থাকে। এসএমই ফাউন্ডেশন যেসব প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উদ্যোক্তা উন্নয়ন, এসএমই ক্লাষ্টার ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন, টেক্নোলজি ও আইসিটি বেইজড্ প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ (TOT), উৎপাদনশীলতা ও পণ্যের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, বাজার ব্যবস্থাপনা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা, ভেজিটেবল ডায়িং, ফ্যাশন ডিজাইন, বিউটিফিকেশন এবং বিউটি পার্লার প্রভৃতি।

**প্রযুক্তি উন্নয়ন ও ব্যবহার**

এসএমইদের সক্ষমতা উন্নয়নে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রযুক্তি উন্নয়ন, আমদানিকৃত প্রযুক্তি গ্রহণ, রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রোডাক্ট কমপ্লায়েন্স ও সার্টিফিকেশন এর মাধ্যমে এই খাতের উন্নয়নে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও ফাউন্ডেশন এসএমইদের গ্রীন টেকনোলজি এবং এনার্জির দক্ষ ব্যবহারের উপর নানামুখী কাজ করে আসছে।

**একসেস টু ইনফরমেশন**

এসএমই ফাউন্ডেশন এর নিজস্ব ওয়েব পোর্টাল (www.smef.org.bd) এর মাধ্যমে এসএমই এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে হালনাগাদ তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করে থাকে। এই সেক্টরের প্রসারের লক্ষ্যে স্থানীয় ও আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে এসএমই সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য, উপাত্ত, টেকনোলজি ইত্যাদি বিষয়ক একটি তথ্যভান্ডার প্রতিষ্ঠার কাজ এসএমই ফাউন্ডেশন নিয়মিত করে যাচ্ছে।

**বিজনেস সাপোর্ট সার্ভিস**

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা সহায়ক বিভিন্ন ধরনের সহায়তা প্রদান করে থাকে। যেমনঃ এসএমই পণ্যের প্রচার, প্রসার ও বাজার সম্প্রসারণ; ভোক্তা ও উদ্যোক্তাদের মাঝে পারস্পারিক সংযোগ স্থাপন; এ্যাডভাইজারী সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও পরিচালনার বিষয়ে দিকনির্দেশনা, বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও উপাত্ত দিয়ে সহায়তা প্রদান; ব্যবসায়িক তথ্যাবলীর সহায়িকা/ম্যানুয়াল প্রকাশ ও বিতরণ, এসএমই ব্যবসা পরিকল্পনা প্রতিযোগীতা আয়োজন, এসএমই পণ্যমেলা আয়োজন প্রভৃতি।

**সরকার ঘোষিত এসএমই নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা**

সরকার কর্তৃক গৃহিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) উন্নয়ন নীতিকৌশল বাস্তবায়নে সার্বিক সহায়তা প্রদান করা এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম প্রধান কাজ। নীতিকৌশলে উল্লেখিত মৌলিক বিষয়াদি যেমন: রাজস্ব ও আর্থিক বিষয়াদির উপর পরামর্শ, এসএমই পণ্যের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে সহায়তা, টেকনো-এন্ট্রিপ্রিনিউরশীপ উন্নয়ন বিষয়ক সহায়তা, এসএমই ওয়েব পোর্টলের মাধ্যমে তথ্য সহায়তা, আর্ন্তজাতিক পর্যায়ে প্রযুক্তি বিনিময় কর্মসূচীতে সহায়তা, ভার্চুয়াল এসএমই ফ্রন্ট অফিস প্রতিষ্ঠাকরণ ইত্যাদি বিষয়ে বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সরকারকে নিয়মিতভাবে সহায়তা প্রদান করে থাকে।

**পণ্যের মান উন্নয়ন এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশনে সহায়তা**

প্রতিযোগীতার প্রেক্ষাপটে মান পর্যায়ক্রমে বিশ্বমানের উন্নীতকরনে সহায়তা এবং কোয়ালিটি সার্টিফিকেশন (যেমনঃ আইএসও-৯০০০, আইএসও-১৪০০০), উন্নত ও মানসম্পন্ন ডিজাইন এবং উন্নত প্যাকেজিং ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফাউন্ডেশন পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

**শেষকথা**

এসএমই ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে ইতিমধ্যে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম সম্পাদন করেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশের ৬টি সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উপর গবেষণা, 'এসএমই খাতে নারী উদ্যোক্তাঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণা কর্ম, উদ্যোক্তা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান ও এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, এসএমই অর্থায়নে ভূমিকা রাখা অন্যতম।

এসএমই ফাউন্ডেশন আগামীতে আরো বৃহৎ পরিসরে আরো ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

# আত্মকথা*

‘জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২’

## বর্ষসেরা মাইক্রো নারী উদ্যোক্তা

## নিলুফা ইয়াসমিন

নারী তুমি এগিয়ে চলো সম্মুখপানে, সফলতা তোমার অপেক্ষায়- এই মন্ত্রে বিশ্বাসী আমি। জানিনা সফল হয়েছি কিনা, কিন্তু পরাজিত হয়নি আমি। দারিদ্রের কষাঘাত ও সমাজের বৈরী আচরনের সাথে লড়াই করে আমি আজ এই অবস্থানে। যে সামাজিক রীতি ও সমাজের মানুষ ছিল আমার চলার পথের বাঁধা আজ তারাই আমার জয়ী হওয়ার সাথী।

১৯৮১ সালে রাজশাহীর আসাম কলোনীতে আমার জন্ম। ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ব্যবসায়ী বাবা আর গৃহিনী মায়ের ছয় সন্তানের মধ্যে আমি একজন। বাবার সীমিত আয়ে মোটামুটি সুখেই চলছিল আমাদের জীবন। কিন্তু বিধিবাম। ব্যবসায়িক মারপেচে কুলিয়ে উঠতে পারলেন না আমার বাবা। পাইকারী ক্রেতাদের নিকট মূলধনের অধিকাংশ বাকী পড়ে যাওয়ায় এক সময় প্রচুর লোকসান গুনতে হয় বাবাকে; ফলশ্রুতিতে বন্ধ হয়ে যায় বাবার ক্ষুদ্র গার্মেন্টস ব্যবসা। শুরু হয় আমাদের সংসারে আর্থিক টানাপোড়েন। সেসময় আমাদের তিন ভাই বোনের লেখাপড়ার খরচ চালানো এই অভাবের সংসারে আমার বাবার জন্য ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। একটু ভাল থাকার আশায় বসত ভিটার কিছু অংশ বিক্রি করে বাবা আমার এক ভাইকে বিদেশে পাঠানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু দালালের খপ্পরে পড়ে সে চেষ্টাও ব্যর্থ। ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেলে সংসারের প্রয়োজনে বাবা তার গার্মেন্টস এর সেলাই মেশিনগুলো বিক্রি করতে থাকেন। সংসারের ছোট খাটো কাজের প্রয়োজনে রয়ে যায় মাত্র দুইটি সেলাই মেশিন। উপায়ন্তর না দেখে সংসার চালানোর প্রয়োজনে বাবা মেজ ভাইকে সাথে নিয়ে একটি মুদি দোকান চালু করেন। মুদি দোকান থেকে বাবা আর মেজ ভাইয়ের আয়ে কোন রকমে আমাদের সংসার চলতে থাকে। আর্থিক অনটনের মধ্যে আমাদের লেখাপড়ার খরচ চালানো বাবার পক্ষ্যে সম্ভব ছিলনা বলে সেজ ভাই টিউশনি করে নিজের পড়াশোনার খরচ যোগাতেন। লেখাপড়া ও টিউশনির পাশাপাশি সেজ ভাই ছোট আকারে একটি মুরগীর খামার করে সংসারের জন্য কিছু আয় করা শুরু করলেন। দারিদ্র পীড়িত সংসারে প্রায় সব সদস্য কিছু কিছু আয় করে আর্থিক যোগান দিলেও তখনো আমি ছিলাম সম্পূর্ণভাবে পরিবারের অন্যদের উপর নির্ভরশীল। আমিও যদি সংসারের জন্য কিছু করতে পারতাম! এই বিষয়টি আমাকে সারাক্ষণ যেমন যন্ত্রণা দিত তেমনি কিছু করার জন্য প্রবলভাবে মানসিক শক্তি যোগাত।

এরই মধ্যে ১৯৯৬ সালে আমি এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি। পরীক্ষার ফলাফলের জন্য তিনমাস অপেক্ষা করতে হবে। ভাবলাম, কিছু করার এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। বাবাকে জানালাম, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে সেলাই প্রশিক্ষণ নিয়ে আমিও কিছু করতে চাই। কিন্তু বাবা কিছুতেই রাজি হতে চাইলেন না। তাঁর ভয় ছিল, আমি একজন মেয়ে হয়ে এতদূরে সেলাই শিখতে গেলে পথে অনেক সমস্যা হতে পারে, আশে পাশের লোকজন খারাপ বলতে পারে তাছাড়া যাওয়া-আসার খরচতো রয়েছেই। অনেক বুঝিয়ে অবশেষে আমার সেলাইয়ের কাজ শেখার জন্য বাবাকে রাজি করাতে সক্ষম হই। ভর্তি হলাম যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সেলাই শিক্ষা কোর্সে। শুরু হলো জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে আমার প্রথম পদক্ষেপ। প্রতিদিন পাঁয়ে হেটে প্রশিক্ষণের জন্য যাওয়া আসা করতাম। অত্যন্ত সফলতার সাথে সেলাই প্রশিক্ষণ শেষ করি। এরই মধ্যে আমার এস.এস.সি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং ভালভাবে উত্তীর্ণ হই।

** আত্মকথাটি উদ্যোক্তার নিজের লেখা। সম্পাদনার ক্ষেত্রে লেখার প্রকৃত ধারাটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।*

বাবার গার্মেন্টস এর অবশিষ্ট দুইটি সেলাই মেশিন এবং আমার প্রশিক্ষণ এ দু'য়ের সম্মিলনে শুরু হয় আমার কর্মযাত্রা। ১৯৯৮ সালে এইচ.এস.সি তে ভর্তি হলে কাজের পাশাপাশি চলতে থাকে আমার লেখাপড়া। কাজের ফাকে প্রতিদিন কমপক্ষে দুইঘন্টা লেখাপড়ায় মন দিতাম আমি। প্রতিদিন সকালে স্কুলের কর্মজীবি ছেলে মেয়েদের পড়ানো, কলেজের ক্লাশ এবং ক্লাশ শেষে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ব্লক-বাটিকের প্রশিক্ষণ গ্রহণ এভাবেই দিন চলতে থাকে আমার। দিনের এসব রুটিন কাজ সাড়তে আমাকে প্রায় প্রতিদিনই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকতে হতো। এজন্য প্রতিবেশীদের বিরুপ মন্তব্য শুরু হয়ে গেলো আমাকে নিয়ে। সামাজিক এই বাধা আমার মনেবলে চির ধরাতে পারেনি এতটুকু কারণ আমি বিশ্বাসী ছিলাম আমার সততায় এবং আমার লক্ষ্যে। আমার যেসব প্রতিবেশী আমাদের প্রয়োজনে এগিয়ে আসেনি বা আসবেনা তাদের কথায় আমি পিছ পাঁ হবো কেন? বিশ্বাস ছিল, আজ যারা আমাকে নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করে আমি সফল হলে একদিন তারাই আমাকে বাহবা দিবে।

কাজের সাথে পড়াশোনা অবশ্যই চালিয়ে যেতে হবে- এই মনোবল থেকে এইচ.এস.সি পাস করে ভর্তি হলাম সম্মান শ্রেণীতে। এসময় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে ঋণ ছাড়াও বাবা ও বড় ভাইয়ের কাছ থেকে প্রাথমিক মূলধনের যোগান নিয়ে আমি এস.এন. ফ্যাশন নামে একটি টেইলার্স চালু করি। ফলশ্রুতিতে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় আমার কর্মকান্ড। অন্যদিকে বাড়তে থাকে আমার ও আমার পরিবারের প্রতি সমাজের কিছু মানুষের কু-রুচিপূর্ণ উক্তি। 'নিজে আয় করতে পারোনা তাই মেয়েকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছো, মেয়েরা কখনো দোকান চালায়?'- এধরণের কঠিক প্রশ্নেরও মুখোমুখি হতে হয়েছে আমার বাবাকে। এসব কোন কিছুই আমার মনোবল ভাঙতে পারেনি। কারণ, আমি আমার বাবাকে সান্তনা দিতে সক্ষম হই, তাছাড়া সবসময়ই আমার পরিবারসহ কিছু সুহৃদের সহযোগিতা ছিল আমার পাশে।

শুরুতে আমার বড় বোন এবং ছোট ভাই আমাকে সহযোগিতা করার জন্য এস.এন. ফ্যাশন এ যুক্ত হয়। যেহেতু সেলাই, ব্লক-বাটিক ও ফ্যাশন ডিজাইনের উপর আমার প্রশিক্ষণ ছিল সেহেতু আশেপাশের প্রতিষ্ঠানের কাজের তুলনায় আমার কাজের গুণগতমান ছিল উন্নত। গ্রাহকের চাহিদামত রুচিশীল পোষাক তৈরীর জন্য অল্পদিনের মধ্যেই আমার প্রতিষ্ঠান এস.এন. ফ্যাশনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। বাড়তে থাকে আমার গ্রাহক সংখ্যা। গ্রাহকের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমার পরিবারের সদস্য ছাড়াও এলাকার ছেলে-মেয়েদের নিজ হাতে কাজ শিখিয়ে তাদেরকে আমার প্রতিষ্ঠানে কর্মী হিসেবে নিয়োজিত করি।

আমার অগ্রযাত্রা আরও বেগবান করার প্রচেষ্টা আমাকে নিজের প্রতিষ্ঠানে কাজের পাশাপাশি মাসিক আট হাজার টাকা বেতনে স্থানীয় একটি এনজিও তে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতে প্রেরণা যোগায়। নিজের ব্যবসা, চাকুরি এবং পড়াশোনা একসাথে সামলাতে প্রচন্ড বেগ পেতে হলেও থেমে যাইনি আমি। কারণ, জয়ী যে আমাকে হতেই হবে।

২০০৫ সালে স্থানীয় একজন সিল্ক শাড়ী ব্যবসায়ির সাথে আমার বিবাহিত জীবন শুরু হয়। ভেবেছিলাম স্বচ্ছল পরিবারে বিয়ে হলে সংসার চালানোর পাশাপাশি ছোট পরিসরে নিজের ব্যবসাটি চালিয়ে যাব। কিন্তু শশুর বাড়ির আর্থিক অবস্থা তেমন স্বচ্ছল ছিলনা বলে বাবার বাড়িতেই আমার প্রতিষ্ঠানটি আরও বড় পরিসরে পরিচালনা করার স্বপ্ন দেখি আমি। প্রতিবেশী এবং আত্মীয়দের অনেক কটু কথা সহ্য করে প্রায় দুই বছর বাবার বাড়িতেই লালন করতে থাকি আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এস.এন. ফ্যাশন।

একসময় ব্যবসায়ের আয় থেকে টাকা সঞ্চয় করে বাবার বাড়ি থেকে একটি ভাড়া করা বাসায় এস.এন. ফ্যাশন স্থানান্তর করি। স্থানীয় চাহিদার পাশাপাশি ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মেলায় অংশগ্রহণ এবং দেশের খ্যাতনামা বিভিন্ন ফ্যাশন হাউজের সাথে পরিচয়ের সুবাদে আমার প্রতিষ্ঠানের গ্রাহক সংখ্যা দিন দিন বাড়তে থাকে। বাড়তি চাহিদার যোগান নিশ্চিত করার জন্য নতুন করে বিনিয়োগ করা দরকার হয়ে পড়লো। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও স্থানীয় একটি এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা চালাতে থাকি। এতেও চাহিদা মাফিক পণ্যের যোগান নিশ্চিত করতে না পারায় একসময় ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়ার কথা চিন্তা করি। ঋণের জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করি কিন্তু ব্যাংক ঋণের উচ্চ সুদের হারের কারণে ঋণ নিয়ে ব্যবসা করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অবশেষে ১০ শতাংশ সুদ হারে একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে এসএমই ঋণ পাই যা আমার ব্যবসা প্রসারে অত্যন্ত কার্যকর ভুমিকা রাখে।

আমার ব্যবসার মুনাফা দিয়ে ক্রয় করা নিজস্ব জমির উপর বর্তমানে 'এস.এন. ফ্যাশন' নামে আমার স্বপ্নের কারখানা পরিচালিত হচ্ছে। কারখানায় পোষাক তৈরী ,ব্লক-বাটিক স্প্রে, এমব্রয়ডারী, প্রিন্টিং ও কাটিং এর কাজ হয়ে থাকে। কারখানা ছাড়াও এস.এন. ফ্যাশন নামে বর্তমানে দুইটি শোরুম রয়েছে। কারখানায় ২২ জন গ্রুপ লিডারের তত্ত্বাবধানে প্রায় ৬০০জন মেয়ে চুক্তিভিত্তিতে কাজ করছে। আমার সাথে কাজ করে আমার দুই ভাই-বোনের আজ আলাদা আলাদা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয়েছে। উল্লেখ্য করার মতো বিষয় হলো যারা একসময় আমাকে নিয়ে বিরুপ মন্তব্য করত তাদের পরিবারের অনেক সদস্যই এখন আমার প্রতিষ্ঠানে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিছুদিনের মধ্যেই এস.এন. ফ্যাশন নামে আরও একটি কারখানা চালু হবে যেখানে কারচুপি এবং হ্যান্ডপ্রিন্ট এর কাজ হবে।

জীবনে অনেক কষ্ট আর সংগ্রাম করে আমি এই পর্যায়ে আসতে পেরেছি। আজ আমার বাবা বেচে নেই। তিনি বেচে থাকলে এস.এন. ফ্যাশন এর উত্থানে নিশ্চই খুব খুশী হতেন।

আমি স্বপ্ন দেখি- দেশের প্রতিটি বিভাগীয় শহরে "এস.এন. ফ্যাশন" নামে শো-রুম স্থাপনের। এস.এন. ফ্যাশনের পণ্যের খ্যাতি দেশের গন্ডি পেরিয়ে ভিন দেশেও সমাদৃত হবে এই লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছি আমি। আমার প্রতিষ্ঠানে হাজারো যুবক-যুব মহিলা ও অসহায় নারীর কর্মসংস্থান তৈরী হবে যারা ভুমিকা রাখবে জাতীয় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে- সেই সোনালী দিনের অপেক্ষায় আমি।

# আত্মকথা*

‘জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২’

## বর্ষসেরা ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তা

## দেলুয়ারা বেগম

ভাওয়াল গড়ের আশীর্বাদে ভরপুর, শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের স্মৃতিবিজড়িত সবুজ-শ্যামল এক ঐতিহাসিক জেলা শহর ময়মনসিংহে আমার জন্ম এবং বেড়ে ওঠা। আমি এই শহরের হাজারো মেয়ের সন্তানের মধ্যে একজন, অত্যন্ত সাধারন পরিবারেরই বলতে হবে। ময়মনসিংহ শহরে আমার শিশুকাল, বাল্য, কৈশোর কেটেছে মা-বাবার একান্ত সানিধ্যে। জীবনের শুরুটা মুসলিম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে, এখানেই আমার মাধ্যমিক স্তর এবং পরে মুমিনুননিসা মহিলা কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষালাভ। তখন, ১৯৯০ সালের ২৩ ডিসেম্বর, আমার বিয়ে হয়। বিয়ের পর সরকারি চাকুরে স্বামীর সাথে আমার সংসার জীবনের যাত্রা, আর চলে যেতে হয় ঢাকায়। ঢাকায় ৭ বছরের সংসার জীবনে দুই সন্তানের মা হই আমি। স্বামীর উপার্জনের টাকায় সংসার চালাতে তখন বেশ হিমশিম খেতে হয় আমাদেরকে। কষ্ট হতো। বলা যায় অনেক ভেবে-চিন্তেও আর্থিক সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে কিংবা অভাব তাড়াতে আমি তেমন কোন সুনির্দ্দিষ্ট উপায় খুজে পাইনি। কেবলই মনে হতো-স্বামীর চাকুরীর পাশাপাশি আমারও একটা কাজ করা দরকার, করতে পারলে ভালো হয়। কিন্তু, কী করা যায়, কী করলে আমার জন্য, পরিবারের জন্য ভালো -সেটা ভাবতে ভাবতেই দিন, মাস কেটে গেছে অনেক। অবশেষে, মনে হয় নিজের যোগ্যতা নিশ্চিৎ করতে আমার বোধ হয় ট্রেনিং নেয়া দরকার। স্বামীর সাথে আলাপ করেই ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে কাজের প্রশিক্ষণ নেই। কিন্তু, বিধি বাম; প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়েই স্বামীর কর্মস্থল বদল আর আমাদেরকে আবারো ফিরতে হয় জামালপুর শহরে।

মনে পড়ে, ২০০০ সালে জামালপুর ফিরে আসার পর ঢাকায় থাকাকালে যে প্রশিক্ষণটুকু আমি নিতে পেরেছিলাম, তা অন্যদের মাঝে দেয়া শুরু করি। দিন যায় আর সাড়া পড়ে,আমার চাহিদাও বাড়তে থাকে, উৎসাহ পাই, আশান্বিত হই বহুগুনে। একবছর পার হয় এভাবে। হাল ছাড়িনি, হাতের কাজের ট্রেনিং দিতে দিতে আমার অভিজ্ঞতাও পূর্ণতা পেতে থাকে। নিজের প্রতি আস্থাশীল হতে তখন ভালো লাগতো। ২০০১ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত আমি স্থানীয়ভাবে মহিলাদেরকে সেলাই, কাপড় কাটা, পোশাক তৈরী, ডিজাইন, রং করা, বাটিক ও বুটিকের প্রশিক্ষন দিয়েছি অবিরাম, দিনে রাতে। তখন শহরে আমার বেশ পরিচিতি, আমাকে অনেকেই দেখেন নাই, কিন্তু আমার নাম তারা শুনেছেন। আর এ থেকে প্রাপ্ত টাকা জমিয়ে জমিয়ে এরই মাঝে সুযোগ খুঁজেছি নিজে ব্যবসা শুরু করার।

এরপর আসে ২০০৫ সাল। আমার কাছে ট্রেনিং নেয়া এবং সম্পূর্ণ নতুন মিলিয়ে ২০ জন মহিলার সাথে পৃথকভাবে এবং একত্রে কথা বলি, জানাই আমার পরিকল্পনার কথা। তারাও সেদিন আমাকে সহযোগিতা করেছে, সম্মতি দিয়ে সামনে চলার সাহস জুগিয়েছিল। ব্যবসা শুরু করি। মাত্র পাঁচ হাজার টাকা পুঁজি নিয়ে আমি জীবনের আর এক নতুন পথে যাত্রা করি। ধীরে ধীরে আমার প্রচার বাড়তে থাকে, কেবলই আমার নিষ্ঠা ও সততার কারণে। আমি শুরু থেকেই একটি বিষয়ে দৃঢ় ছিলাম, আমার তৈরী

** আত্মকথাটি উদ্যোক্তার নিজের লেখা। সম্পাদনার ক্ষেত্রে লেখার প্রকৃত ধারাটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।*

পণ্যের গুনগত মান কোন ক্রমেই খারাপ হতে দেয়া চলবে না। মানসম্মত, রুচিশীল পণ্য তৈরী করেই আমি অন্যদের চেয়ে বেশী পরিচিতি লাভ করি। আমি আমার তৈরী ৩টি থ্রি-পিস প্রথম বারের মতো তিন হাজার টাকায় বিক্রি করি। এরপর আমারই প্রতিবেশীরা আমার তৈরী করা ১০টি পোষাক কিনে নেন সানন্দে। তখন বেশ ভালো লেগেছে, আনন্দ পেয়েছি। এভাবেই এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণায় আমি মাত্র দেড় বছরের মাথায় আমার কাজের সফলতায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করি চারপাশে। সাড়া পড়ে যায় জামালপুর শহরেও। ঠিক সেই সময় এক আত্মীয়কে বেশকিছু টাকা ধার দিতে হয় যা ফেরৎ না পেয়ে আমি দারুনভাবে হতাশ হয়েছি, তবুও আমি ভেঙ্গে পড়িনি। মন শক্ত করেছি, ধৈর্যের সাথে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে অবিচল থেকেছি। ওই সময়, একপর্যায়ে  আমি ন্যাশনাল ব্যাংকের কাছ থেকে চার লক্ষ টাকা সি.সি লোন পাই। সেই টাকা দিয়ে আমি আমার ব্যবসা বড় আঙ্গিকে এগিয়ে নিতে থাকি, প্রসার ঘটাই। আমার কাজের ধরন, কোয়ালিটি, বিস্তার ও পরিধি এবং প্রসার পর্যবেক্ষণ করে ন্যাশনাল ব্যাংক আমাকে ২০০৯ সালে আরো ১৫ লক্ষ টাকা এসএমই লোন দেয়। এরপর আমি আরো কর্মহীন অসহায় নারীদেরকে আমার কাজের জন্য নিয়োজিত করি। বেকার, অসহায় নারীদের কাজের ব্যবস্থা করতে থাকি। আমার সুনাম ও খ্যাতি আমাকে দারুনভাবে উৎসাহিত করে। আমি বিভিন্ন পুরষ্কারেও ভূষিত হই এরই মাঝে। দিপ্ত কুটির নামের আমার এই প্রতিষ্ঠান শহরের ঢাকাইয়াপট্টির মাদ্রাসা রোডে; এটি এখন রুচিশীল, মানসম্মত পোষাক ও পণ্যের জন্য সর্বপরিচিত একটি প্রিয় নাম। এটি ১০রুম বিশিষ্ট তিন তলা একটি ভাড়া করা বাড়ী। সরকারী বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা, তাদের পরিবার-পরিজনও আমার দীপ্ত কুটিরে আসেন তাদের পছন্দের পণ্য কিনতে। বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের চাহিদা অনুযায়ি আমি আমার পন্য কুরিয়ার সার্ভিসেও পাঠাই। প্রয়োজনীয় কাচাঁমাল ক্রয়, বাজার ব্যবস্থাপনা, বিক্রি ইত্যাদি সার্বিক কাজে আমার বড়ভাইয়ের ছেলে(গোলাম হাবিবুল্লাহ সওদাগর) আমাকে সাহায্য-সহযোগিতা করে। আমি আমার ব্যবসা থেকে ইতিমধ্যেই একখন্ড জমি কিনেছি; শহরের মাঝখানে, নতুন কারখানা এবং বড় শোরুম করবো এ আশায়।

যে আমি, দেলুয়ারা বেগম, দিপ্ত কুটির একদিন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম সেই আমি শুধু সাহস আর ধৈর্য্যকে পুজি করে, বিশ্বাস, নিষ্ঠা আর সততার উপর ভর দিয়ে নিজের তৈরী পোষাক (কারুকাজের শাড়ি, সেলাই করা ডিজাইনের সালোয়ার-কামিজ ওড়না, বাটিক ও বুটিকের পোষাক, ব্যাগ, পাখা, বিছানার চাদর, নকশীকাঁথা ইত্যাদি) প্রতিমাসে প্রায় ১৫-১৬ লক্ষ টাকার পন্য বিক্রি করছি। কৈশোরে বিয়ে আর টানাটানির সংসারে আমার আর উচ্চশিক্ষা গ্রহন সম্ভব হয়নি। এখন আমি আমার সন্তানদেরকে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহনের জন্য আর্থিক সাপোর্ট দিচ্ছি, সে স্বচ্ছলতা আমার রয়েছে এবং কেবলই আমার প্রবল ইচ্ছাশক্তির কারণে এটি সম্ভব হয়েছে বলে একান্তভাবে বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে, আমার বড়বোন তায়েবা বেগমের অনুপ্রেরণা পেয়ে আসছি সেই শুরু থেকেই।

আমার সাথে কাজ করে কয়েকশত অসহায় নারী জীবিকার সন্ধান পেয়েছে। এটিই আমার সবচেয়ে বড় পাওয়া, আনন্দ আর সুখ। আর্থিক আরো সুযোগ-সুবিধা পেলে আমি আরো শত শত নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক পর্যায়েও নিজের ও দেশের সম্মান বৃদ্ধি করতে পারবো -এ বিশ্বাস এখন আমার নিত্যসঙ্গী।

জামালপুরের দিপ্ত কুটিরের জন্য দোয়া করবেন, আপনারা।

# আত্মকথা*

‘জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২’

## বর্ষসেরা মাঝারি নারী উদ্যোক্তা

## গুলসানা আলী

সিলেটের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে আমার জন্ম। বাবা ছিলেন একজন চাকুরীজিবী। বাবা-মা ও আত্মীয় পরিজনের আদওে নির্বিঘ্নেই কেটেছে আমার শৈশব ও কৈশোর। স্নাতক (বি.এ) পাশ করার পর আমার বিয়ে হয়। আমার স্বামী পেশায় একজন প্রকৌশলী। সময়ের আবর্তে আমাদের কুলজুড়ে আসে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ওরা বড় হতে থাকে। সংসারের হাজারো ব্যস্ততা আমাকে ঘিরে থাকলেও স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার ইচ্ছা সব সময়ই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত। ছেলে মেয়েরা যখন স্কুলে যেতে শুরু করল তখন আমি স্বাধীনভাবে কিছু করার চিন্তা বাস্তবায়নের সুযোগ পেয়ে গেলাম।

১৯৯০ সাল। আমি এবং আমার তিন বান্ধবী মিলে সাধারণ গল্পের ফাঁকে ফাঁকে একটি নতুন পরিকল্পনা এটে ফেললাম। তিন বান্ধবী মিলে একটি রেডিমেড কাপড়ের ব্যবসা শুরু করলাম। বান্ধবীরা মিলে দোকানের নাম দিলাম “মহুয়া”। বেশ ভালই চলছিল আমাদের ব্যবসা। কিন্তু একাধিক দূর্ঘটনার কারণে বেশীদিন চলতে পারেনি আমাদের ‘মহুয়া’। পরপর দুইবার চুরি হয় দোকানটিতে। উৎসাহ হারায় আমার বান্ধবীরা। আবার আমি একা।

এরপর আবার নতুন করে স্বপ্ন বোনা শুরু করি। আরেক বান্ধবীর সাথে যৌথভাবে একটি রান্নাবিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান কেন্দ্র চালু করি। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ছিল দুইটি সেকশন- চাইনিজ ও বেকিং। আমার বান্ধবী শিখাতো হরেক রকমের চাইনিজ রেসিপি আর আমি শিখাতাম কেক, বিস্কিট, পাউরুটি ইত্যাদি। পাশাপাশি স্থানীয় একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নিয়মিত টিফিন সরবরাহের সুযোগটিও পেয়ে যাই। কিন্তু প্রায়শই মনো হতো এ কাজগুলো স্থায়ী নয়। তাই স্থায়ীভাবে একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দাড় করানোর অদম্য ইচ্ছা আমাকে পেয়ে বসে।

১৯৯৩ সাল। পরিবারের সকল সদস্যের সাথে আমার ইচ্ছার কথা আলোচনা করি। সবার অনুমতি নিয়ে চট্টগ্রাম শহরস্থ আমাদের পরিবারিক একটি পতিত জমিতে স্বামীর কাছ থেকে পঁচিশ হাজার টাকা নিয়ে “তাবা কাবাব হাউস” নামে একটি গার্ডেন রেস্টুরেন্ট চালু করি। চট্টগ্রাম শহরে নতুন আঙ্গিকে আমার রেস্টুরেন্টটি সাজাই। রেস্টুরেন্ট এর ভিতরে এবং বাইরে মনোরম পরিবেশে বসার ব্যবস্থা রাখি। মানুষ যেন পরিবার পরিজন নিয়ে আসতে পারে সেজন্য চমৎকার ফোয়ারা ও বাচ্চাদের জন্য খেলার জায়গাও রাখি আমার রেস্টুরেন্টে। চমৎকার সব মোগলাই খাবারের রেসিপি পরিবেশন করা হয় আমার এখানে। এক বছরের মধ্যেই বাড়তে থাকে কাস্টমার সংখ্যা এবং বৈচিত্র আসতে থাকে তাদের চাহিদায়। অনুভব করি ব্যবসা সম্প্রসারণের। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন বাড়তি পুজিঁ। ভাবলাম স্বামী বা পরিবারের কাছে আর চাইবোনা বরং পূজিঁর ব্যবস্থা

** আত্মকথাটি উদ্যোক্তার নিজের লেখা। সম্পাদনার ক্ষেত্রে লেখার প্রকৃত ধারাটি বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।*

করবো বাণিজ্যিক কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়ে। খোঁজ খবর নেয়া শুরু করি। অবশেষে, ১৯৯৪ সালে মাইডাস ফাইন্যান্সিং লিমিটেড থেকে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা সম্প্রসারণের কাজে লাগাই। এরপর ২০০৭ সাল পর্যন্ত একাধিকবার মাইডাস থেকে ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে তাবা কাবাব হাউজ কে একটি পূর্ণাঙ্গ রেস্টুরেন্ট হিসেবে প্রতিষ্ঠা করি। রেস্টুরেন্ট এ মোগলাই খাবারের পাশাপাশি যুক্ত হয় হরেক রকমের চাইনিজ রেসিপি।

২০০৮ সালে আমার স্বামী তার নিজস্ব জায়গায় একটি মার্কেট তৈরী করেন। আমি সেই মার্কেটের দোতলায় ৬৫০০ বর্গফুটের একটি স্পেস ভাড়া নিয়ে তাবা'কে "তাবা রেস্টুরেন্ট এন্ড লাউঞ্জ" নামে আধুনিক এবং আর্ন্তজাতিক মানসম্পন্ন একটি রেস্টুরেন্ট এ রূপান্ত করি। নতুন করে সাজানোর ক্ষেত্রে আমি মাইডাস থেকে আরও পঁচিশ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করি। বর্তমানে রেস্টুরেন্ট টিতে প্রায় ২০০ লোক একসাথে বসার ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে আমি মোগলাই খাবারের পাশাপাশি থাই, চাইনিজ, কন্টিনেন্টাল সহ আরো অনেক খাবারের রেসিপি যুক্ত করেছি। আমি রেস্টুরেন্ট এর পাশাপাশি একই বিল্ডিং এ ৩০০-৩৫০ লোক বসার ব্যবস্থা উপযোগী একটি কনভেনশন হলও চালাই।

বর্তমানে আমার প্রতিষ্ঠানে ৫০-৬০ জন কর্মচারী কাজের সুযোগ পাচ্ছে। ২০১১ সালে আমার কর্মীদের জন্য "তাবা সঞ্চায়ন সমিতি" চালু করা হয়েছে। এই সমিতিতে কর্মীরা নিজেদের বেতনের একটি অংশ জমা করে এবং নিজেদের প্রয়োজনে ঋণ নিয়ে থাকে। আমি কর্মচারীদের বিনামূল্যে থাকা, খাওয়া, বাসস্থান ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি। কর্মচারীদের বিনোদনের জন্য আমরা বছরে একবার পিকনিকের আয়োজন করি।

আমি ঢাকাস্থ যমুনা ফিউচার পার্কে একটি ফুড কোর্ট চালু করছি এবং লন্ডনে তাবা'র আরো একটি ব্রাঞ্চ চালু করার পরিকল্পনা আমার রয়েছে।

‘জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২’

## আজীবন সম্মাননা

# বিবি রাসেল

শিল্প ও নকশার মধ্য দিয়ে বাংলার ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ, বৈচিত্র আর সৃজনশীলতার প্রসার ঘটানো যার নেশা আর শখ, গ্রামের মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যার নিঃশ্বাস, নারী শক্তিকে জাগিয়ে তোলার চিন্তা চেতনাই যার লক্ষ্য সেই ‘আইকনের’ নাম বিবি রাসেল।

ঢাকার মা আর রংপুরের বাবার কোলে ১৯৫০ সালে চট্টগ্রামে জন্মগ্রহন করেন বিবি। শৈশবের লেখাপড়া ঢাকার কামরুন্নেছা স্কুলে, এরপর হোম ইকোনমিক্স কলেজ, তারপরই লন্ডনে গ্র্যাজুয়েশন করতে যাওয়া। সেদিনের সেই বাংলার মেয়েটি ‘বিবি রাসেল’ আর বিবি প্রোডাকশনস্ পরিচিতিতে আজ আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত।

সংস্কৃতি মনা মা-বাবার পাঁচ সন্তানের মধ্যে বিবি রাসেল তৃতীয়। বিবির প্রয়াত বাবা মোখলেছুর রহমান- বক্কু ও শুভাকাঙ্খী মহলের সিধু ভাই এবং মা শামসুন্নাহার রহমান- সবার প্রিয় রোজ আপা বা রোজ ভাবি ছিলেন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক আর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের নিত্যসঙ্গী। তাই বাড়িতে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের আনাগোনা যেমন ছিল, তেমনি আসা যাওয়া ছিল প্রথিতযশা রাজনীতিবিদগণের। এমন এক পরিবেশে গড়ে ওঠা সেদিনের সে মেয়েটি আজকের নারী উদ্যোক্তা জগতের শিরোমনি। বিবি রাসেল বলেন, ‘আমি যা এবং এখন আমি যেখানে এসেছি, তার সবকিছুর পেছনেই আছেন আমার বাবা-মা।’

বাবা চাইতেন বিবি সাংবাদিক হবে। কিন্তু, গ্রামের মানুষের পরণে বাহারি ডিজাইনের লুঙ্গি পরা দেখতে দেখতে বিবির নিজের মধ্যে ডিজাইনার হওয়ার একটা বাসনা জেগেছিল। ফ্যাশন ডিজাইনের প্রতি এই অদম্য আকর্ষণের পূর্ণতা দিতেই হয়তো তিনি লন্ডন কলেজ অব ফ্যাশনে ভর্তি হন। ওই কলেজে তিনিই ছিলেন প্রথম বাংলাদেশী শিক্ষার্থী। কলেজের শিক্ষকরা তাকে আদর করে ‘সান-শাইন’ বলে ডাকতেন। বিবি রাসেলের কাছে ফ্যাশন এবং সংস্কৃতি সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর পোষাক, গহনা, মানসিকতা এবং নিজস্বতা সব মিলিয়ে অনেক মানুষের মাঝেও তিনি আলাদা করে চোখে পড়ার মত এক ব্যক্তিত্ব।

১৯৭৫ সালে গ্র্যাজুয়েশন প্রদর্শণীতে নিজের করা ১০টি নতুন ডিজাইনের পোষাক প্রদর্শণ করেন বিবি। নিজের ডিজাইন করা পোষাকের মডেলিংও করেন তিনি নিজেই। বৈচিত্র আর আধুনিকতার সমন্বয় ঘটিয়ে সেই অনুষ্ঠানেই তিনি সবার দৃষ্টি আর্কষণ করতে সক্ষম হন। তখন থেকেই তিনি বিভিন্ন নামকরা ম্যাগাজিনের ফ্যাশন মডেলসহ পৃথিবীর সব নামী-দামী ফ্যাশন ডিজাইনারদের সাথে প্রায় ২০ বছর কাজ করেন।

একজন স্বনামধন্য ফ্যাশন ডিজাইনার ও প্রথম সারির মডেল হিসেবে তিনি বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন এক বৈচিত্রময় দেশ হিসেবে। নিজের সৃষ্টি এবং এদেশের সৌন্দর্যকে বিশ্বদরবারে তুলে ধরার ব্রত নিয়ে ১৯৯৪ সালে তিনি ফিরে আসেন নিজ ভূমি বাংলাদেশে। ১৯৯৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ‘বিবি প্রোডাকশনস্’- একটি ফ্যাশন হাউজ। বড় বোনের দেয়া কিছু টাকা আর নিজের স্বর্ণালংকার বিক্রি করে এই প্রতিষ্ঠান শুরু করেছিলেন তিনি। ঢাকায় তাঁর অফিসে কাজ করেন একঝাঁক

নিবেদিতপ্রাণ কর্মী। আর ঢাকার বাইরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে হাজার হাজার তাঁত শিল্পী। তাঁর এই প্রচেষ্টার সাথে বেশ কয়েকজন রিকশা পেইন্টারও জড়িত আছেন।

বিবি প্রোডাকশনস্ গঠনের পর থেকেই তাঁর ব্যবসায়ের প্রসার ঘটতে থাকে। তিনি তাঁর বিগত ২০ বছরের অভিজ্ঞতা ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে উপলব্ধি করতে পারেন বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ রয়েছে তাঁর হাতেই। সে বিশ্বাস থেকেই তিনি প্রথম ইউরোপ জয় ১৯৯৬ সালে। প্যারিসে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় তাঁর প্রথম প্রদর্শণী 'ওয়েভারস অব বাংলাদেশ'। এক বছর পর স্পেনে 'দ্যা কালারস অব বাংলাদেশ'; সেদেশের রাণীর সহযোগিতায় আয়োজিত হয় প্রদর্শনীটি। ১৯৯৮ সালের সেপ্টেম্বরে ইউনেস্কো ও ব্রিটিশ ফ্যাশন কাউন্সিলের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় 'ষ্টারস্ অব বাংলাদেশ' শিরোনামে বিবির তৃতীয় প্রদর্শনী । একই বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও আয়োজিত হয় বিবির স্বপ্নের নকশায় তৈরী পোষাকের প্রদর্শনী।

বিবি রাসেলের প্রতিটি প্রদর্শণীই দর্শকের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায়। প্যারিস প্রদর্শণী থেকে যে অর্ডার তিনি পেয়েছিলেন, তাতে বাংলাদেশের প্রায় ত্রিশ হাজার তাঁতীর কর্মসংস্থান হয়েছে তখনই। গ্রামীণ তাঁত শিল্পীদের দক্ষতার সাথে বিবি সংযুক্ত করেছিলেন শৈল্পিক রুচি ও চাহিদা অনুযায়ী নক্শা ও ব্যতিক্রমী সব ডিজাইন। এর ফলেই বিশ্ববাসীর কাছে বাংলার তাঁত শিল্পীদের কাজের কদর আর চাহিদা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে।

২০০৮ সালে বিশ্বসেরা আটটি ব্র্যান্ড আরমানি, ভেলেন্তিও, পলস্মিথ, কেলভিন ক্লেইন, হুগো বস, ম্যাঙমারা ও লরেন ব্র্যান্ডের পাশাপাশি 'বিবি রাসেল' নামের ব্র্যান্ডও চালু হয়েছে ইউরোপে। বাংলার এ অদম্য নারীর বিশ্ব জয়ের সংবাদ আমাদেরকে গর্বিত করে, সাহস আর উৎসাহ যোগায়।

নিজের কাজের জন্য বিবি রাসেল দেশে-বিদেশে নানা স্বীকৃতিও পেয়েছেন। ১৯৯৭ সালে এলে ম্যাগাজিন তাকে 'উইমেন অব দি ইয়ার' ঘোষণা করে। ১৯৯৯ সালে লন্ডন ইনষ্টিটিউট তাকে সম্মানজনক ফেলোশিপ দিয়েছে। একই বছর 'বছরের সেরা নারী উদ্যোক্তা' হিসেবে ঘোষণা করে ফাউন্ডেশন অব এন্ট্রিপ্রিনিয়র উইমেন। বাংলাদেশের তাঁত ও হস্তশিল্পীদের উন্নয়ন, মর্যাদা বৃদ্ধি এবং দারিদ্র দূরীকরণের কাজে আত্ম-নিয়োগের স্বীকৃতি হিসেবে এবং ঐতিহ্যবাহী হস্ত ও কারুশিল্পের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে তাঁর অঙ্গীকারকে সম্মান জানিয়ে ইউনেস্কো বিবিকে তাদের 'বিশেষ শুভেচ্ছা দূত: ডিজাইনার ফর ডেভেলপমেন্ট' খেতাবে ভূষিত করে। এছাড়াও বিবি রাসেল বাংলা একাডেমীর সম্মানিত ফেলো, জাতিসংঘের শুভেচ্ছা দূত হিসেবে কম্বোডিয়ায় এইচআইভি পজিটিভ নারীদের সঙ্গে এবং স্পেনে কারাগারে সাজাপ্রাপ্ত বন্দি নারীদের সঙ্গে নিয়ে 'ফ্যাশন ফর ডেভেলপমেন্ট' থিমে কাজ করেছেন। ২০১১-তে নিউইয়র্ক থিওলজ্যিক্যাল সেমিনার থেকে 'আরবান এঞ্জেল অ্যাওয়ার্ড' এবং জার্মানির ভিশন সামিট থেকে 'ভিশন অ্যাওয়ার্ড-২০১১' পান বিবি রাসেল।

ডিজাইনের কাজটুকু অসম্ভব মনোযোগ দিয়ে করেন বিবি আর সে জন্যেই বিদেশে তাঁর পণ্যের চাহিদা অনেক। যাদের জন্য পোষাক ডিজাইন করেছেন, তাদের দেশের আবহাওয়া, রুচিবোধ আর তাদের সামাজিক বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখেই তিনি কাজ করেন। বিবি তাঁর ব্লগে লিখেছেন, "আমি সবসময় চেয়েছি গ্লোবাল মার্কেটটা ধরে রাখতে। এখন তো পরিবেশসম্মত পণ্যের চাহিদা হু হু করে বাড়ছে। আমাদের তাঁত ও হস্তশিল্প পণ্য নিয়ে বিশ্ববাজার দখলের এখনই সময়। একটু বৈচিত্র, রঙের ব্যবহার, কাপড়টার টেক্চার আমাদের আসন স্থায়ী আর ব্যাপক করতে পারে"।

বিবি রাসেল তাঁর বিবি প্রোডাকশনস্ এর মাধ্যমে দেশের সকল তাঁত শিল্পী এবং তাদের পরিবারের কাছে পৌছাতে চান। তাদেরকে সাথে নিয়ে তিনি সারা বিশ্ব জয় করতে চান। তিনি মনে করেন, একজন তাঁত শিল্পীকে যথাযথ কাজ প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা অর্থই হলো তার পুরো পরিবারটিকে সহযোগিতা করা। বিবির উপলব্ধি- ইউরোপ তাকে খ্যাতি দিয়েছে, পরিচিতি দিয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশের তাঁত শিল্পীরা তাকে দিয়েছে ভালবাসা। বিবি তাঁর নিজের জীবনের সব সাফল্যকেই উৎসর্গ করতে চান এই দেশের নারী উদ্যোক্তা এবং তাঁত শিল্পীদের জন্য। তাঁর আগামী দিনের স্বপ্ন হলো বিবি প্রোডাকশনস্ এর সাথে বাংলার নারীদের আরও সম্পৃক্ত করা, নতুন নতুন নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা এবং দেশের তৈরী পণ্য সামগ্রী বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করা।

# জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার বিজয়ী ছিলেন যারা

## জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১০

### বিজয়ীদের তালিকা

বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা
**তনুজা রহমান (মায়া)**
রং হ্যান্ডিক্র্যাফটস্, যশোর।

নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত বর্ষসেরা প্রতিষ্ঠান
**উইমেনস ফ্যাশন ওয়ার্ল্ড**
স্বর্ণলতা রায়, সিলেট।

বর্ষসেরা সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তা
**রোকসানা আক্তার শেখা**
.....

## জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০০৮

### বিজয়ীদের তালিকা

**বর্ষসেরা নারী উদ্যোক্তা**

প্রথম বিজয়ী
**নিলিমা আক্তার চৌধুরী**
ন্যাশনাল ট্রেনিং একাডেমী, ইরেক্ট, চট্টগ্রাম।

দ্বিতীয় বিজয়ী
**তানিয়া ওয়াহাব**
এথনি ক্রাফট, ঢাকা।

তৃতীয় বিজয়ী
**মোসাম্মৎ নাসিমা খাতুন**
প্রকাশ বুটিকস, রাজশাহী।

**নারী উদ্যোক্তা পরিচালিত বর্ষসেরা প্রতিষ্ঠান**

প্রথম বিজয়ী
**ডেকর আইডিইই (হোম ডেকোরেটিভস)**
আজিজা খাতুন, ঢাকা।

দ্বিতীয় বিজয়ী
**লিবার্টি টেইলার্স**
মোসাম্মৎ সাহিদা বেগম, বরিশাল।

**বর্ষসেরা সৃজনশীল নারী উদ্যোক্তা**

প্রথম বিজয়ী
**মনোয়ারা তালুকদার**
পল্লীবধূ কল্যান সংস্থা, গাইবান্ধা।

দ্বিতীয় বিজয়ী
**খালেদা আহমেদ**
মেসার্স ইয়াদুন এন্ট্রারপ্রাইজ, ঢাকা।

তৃতীয় বিজয়ী
**মির্জা মোর্শেদা আক্তার লিপি**
হিমেল মাশরুম চাষ প্রকল্প, টাঙ্গাইল।

এনসিসি ব্যাংক লিঃ

N C C BANK Where Credit and Commerce Integrates

# "জাতীয় এসএমই নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১২" এর বিজয়ী নারী উদ্যোক্তাদের এনসিসি ব্যাংক লিমিটেড এর পক্ষ থেকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা




N C C BANK

## মহিলা উদ্যোক্তা ঋণ

আমাদের দেশে মহিলারা এখন আর পিছিয়ে নেই। উদ্যোক্তা হিসেবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছেন। দক্ষতা আর বিচক্ষণতা দিয়ে দেশের অর্থনীতিতে আরো বেশি অবদান রাখছেন। নিজের প্রচেষ্টাতেই ক্ষুদ্র ব্যবসায়িক উদ্যোগ নিচ্ছেন। তবে অনেকেই চাহিদা অনুযায়ী আর্থিক সহযোগিতা না পাওয়ায় বেশী দূর অগ্রসর হতে পারছেন না। আর তাই এই খাতের সম্প্রসারণে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে এনসিসি ব্যাংক নিয়ে এসেছে মহিলা উদ্যোক্তা ঋণ।

বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন এনসিসি ব্যাংকের যে কোন শাখায় অথবা প্রধান কার্যালয়ের এসএমই ইউনিটে (ফোন : ৯৫৬ ১৯ ০২-৪)

এনসিসি ব্যাংক লিঃ

N C C BANK Where Credit and Commerce Integrates

www.nccbank.com.bd

spellbound/bankasia/dec_2010

sme BANKING

নতুন সম্ভাবনা
নতুন স্বপ্ন...

ব্যাংক এশিয়া এসএমই
লোন

সেবা

সমাধান

উৎসব

সফল

সমৃদ্ধি

সন্ধি

সৃষ্টি

সুবিধা

Bank Asia

For A Better Tomorrow

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

আয়োজনে

SME FOUNDATION

# এসএমই ফাউন্ডেশন

প্রধান স্পন্সর

ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড
প্রতিশ্রুতিশীল কর্মতৎপর একটি ব্যাংক

ব্রোঞ্জ স্পন্সর

Bank Asia
For A Better Tomorrow

এনসিসি ব্যাংক লিঃ
NCC BANK
Where Credit and Commerce Integrates

মিডিয়া পার্টনার:

The Financial Express
আমাদের সময়
সমকাল
একুশে ETV
ekattor.tv
bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper
abc FM 89.2